বাংলাদেশে সরকারী ও বিরোধী জোটের সংলাপ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের সাথে জোটভুক্ত চৌদ্দ দলের শীর্ষনেতাদের উপস্থিতিতে নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কারের অভিন্ন রূপরেখা সম্বলিত ৩০ দফা সুপারিশ প্রস্তাব আওয়ামী লীগ ঘোষণা করেছে। সরকারী জোট উক্ত সুপারিশ প্রস্তাব সংসদে উপস্থাপনের জন্য বিরোধী জোটকে পরামর্শ দিয়েছে। সরকারী জোটের পরামর্শের উত্তরে আওয়ামী লীগের বক্তব্য হলো, প্রস্তাবিত সংস্কার রূপরেখা চৌদ্দ দলের ঐক্যবদ্ধ ঘোষণা, অতএব আওয়ামী লীগ একা সংসদে বসে এবিষয় আলোচনা করতে পারে না। তাছাড়া ৯০ সালে তিন জোটের রূপরেখা প্রণীত হয়েছে সংসদের বাইরে। ৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সিদ্ধান্তও সংসদে বসে নেয়া হয়নি। সংসদে বসে আইনটি পাশ করা হয়েছে মাত্র। এমতাবস্থায় সরকার যদি নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংস্কার বিষয় ঐকমত্য পোষণ করে, তবে তা সংসদে পাশ করার মত সংখ্যা গরিষ্ঠতা সরকারের আছে।

উভয় পক্ষের বক্তব্য থেকে প্রতিয়মান হয়, নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কারের ব্যাপারে উভয় পক্ষ ঐকমত্য। সরকারী জোট প্রস্তাবিত সংস্কার নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে চান। তবে তাদের মত পার্থক্য হলো সংলাপের স্থান নিয়ে, অর্থ্যাৎ সংলাপ সংসদে হবে, না সংসদের বাইরে হবে। ঢাকাস্থ ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতেরা চীপ ইলেকশন কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ করে অভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেছেন, দেশ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যকার বৈরীতার অবসান ঘটানের লক্ষ্যে উভয়কে সংলাপের জন্য সংসদের ভিতর ও বাইরে বসতে হবে।

সন্ত্রাসী ও মাস্তান নির্ভর বিএনপি জোট সরকারের গণতান্ত্রিক লেবাসের স্বৈরশাসনে বাংলাদেশের মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। ১৯৭১ সালের মত যে কোন মূহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটার অবস্থায় বাংলাদেশ অবস্থান করছে। ৭৫ এর বিয়োগান্ত ঘটনা মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক সৃষ্ট। জিয়া ও এরশাদের সামরিক শাসনের হোতা মার্কিন সমর্থনপুষ্ঠ পাকিস্তানের আইএসআই। এই আইএসআই এর অর্থে ও সমর্থনে বিএনপি জোট সরকার ২০০১ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। মার্কিন সমর্থনপুষ্ঠ মধ্যপ্রাচ্যের বাদশাহ, আমীর ও শেখদের অর্থে বাংলাদেশে মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের উত্থান। ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত কর্তৃক মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের মূল হোতা জামাত-ই-ইসলামকে মডারেট মুসলিম গণতান্ত্রিক দল হিসাবে সনদ প্রদান। বহিঃশক্তির বর্ণিত কার্য্যক্রম বাংলাদেশকে অশান্ত করে তুলছে। বঙ্গবন্ধুর মত বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্ব পেলে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। মার্কিন প্রশাসন ১৯৭১ সালের মত দ্বিতীয় বার একই ভুল করতে চায় না। অন্ধভাবে বিএনপি জোটকে সমর্থন দিতে বর্তমানে সে আর রাজী নয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা ঘনঘন বাংলাদেশ সফর করে আঃলীঃ এর সাথে সমঝোতা করার জন্য বিএনপি জোটকে পরামর্শ দিচ্ছে। অর্থ্যাৎ পালা করে দুই দল ক্ষমতার সাধ ভোগ করবে। ক্ষমতার লোভে আঃলীঃও মার্কিন প্রশাসনের নৈকট্য লাভ করতে চায়।

গ্যাস সম্পদ ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান মার্কিন প্রশাসনকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে উৎসাহীত করেছে। রামসফিল্ডের মতে বর্তমানে চীন একটি সুপার পাওয়ার। চীনের এক জেনারেলের ব্যক্তিগত মন্তব্য ”তাইওয়ানের ব্যাপারে চীনের ক্রিয়ার বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিক্রিয়া দেখালে যুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তির

লক্ষ্যে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক এটোম বোম নিক্ষেপের মত চীন নিউক্লিয়ার যুদ্ধে চলে যাবে” পেন্ট্যাগনকে ভাবিয়ে তুলছে। চীনের উপর নজর রাখার জন্য বাংলাদেশ উপযুক্ত স্থান। স্নায়ু যুদ্ধকালীন সময় সোভিয়েত রাশিয়ার উপর নজরদারি করার জন্য যেমনটি ছিল পাকিস্তান। বিএনপির বদৌলতে বাংলাদেশ আজ পাকিস্তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ। পাকিস্তানের মত বাংলাদেশে তাই গণতন্ত্র বিকাশিত হোতে পারছে না ।

সেতারা হাশেম ০৭/১৯/০৫